বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

www.dbhwd.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

আমাদের দেশ একটা ব্যতিক্রম ধর্মী অসমসত্ত্ব কাঠামো। এতে আছে সমতল, আছে উঁচু-নিচু পাহাড়, আছে নদ-নদী, খাল-বিল, আছে সমুদ্র। সমুদ্রের সাথে আছে ১২১ কিলোমিটার সৈকত। আছে মিঠা পানির বিশাল জলাভূমি। বনভূমি-সবুজ শ্যামল গাছ গাছালী, পাখ পাখালী আর মৎস্য সম্পদের এই বাংলাদেশ। বন, পাহাড় আর লেক এই তিনের অপরুপ সৌন্দর্যের আধার রাংগামাটি জেলা। এশিয়ার বৃহৎ কৃত্রিম কাপ্তাই লেক বাংলাদেশকে করেছে অনিন্দ্য সুন্দর। হাওরের গঠন শৈলী আর এর হিংস্রতা মানুষকে সংগ্রামী আর কর্ম মূখর করেছে। মোটা দাগে মরুকরণ প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করতে নাব্যতা বৃদ্ধি, প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে মাছ চাষ, কার্বন নিঃস্বরণ কমাতে আর সবুজায়ন করতে বৃক্ষরোপন, স্থানিয় জনগণের অংশগ্রহণে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটনের বিকাশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের অংশীদার হতে চায় আমাদের হাওর অঞ্চলের অবহেলিত মানুষ। এসকল বিষয় বিবেচনা তথা পরিবেশ আর ইকো সিস্টেমকে আরো উন্নত করার প্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর।

অধিদপ্তরের গঠন

জলসম্পদে সমৃদ্ধ হাওর অঞ্চলের জন-মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালে তার বিলুপ্তি ঘটানো হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'' প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীতে ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭ টি জেলা সহ সারা দেশের জলাভূমি, সমুদ্র ভাগের ৬ মিটার গভীরতা সম্পন্ন এলাকা এর আওতাভূক্ত। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ এ উল্লেখ করা হয়েছে 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন, যা সরকারের পরিবেশবান্ধব নীতির প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।'

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ বাংলাদেশ গেজেট ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৭৩টি এবং ৩টি (সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা) আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৪৫টি সর্বমোট ১১৮টি পদ সম্বলিত অনুমোদিত জনবল কাঠামো রয়েছে। বর্তমানে প্রেষণে নিয়োজিত ৭জন কর্মকর্তা এবং পূর্বতন বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড হতে আগত ২৮ জন কর্মচারী দিয়ে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ সরাসরি নিয়োগযোগ্য নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির ১৩টি ও ২য় শ্রেণির ০৫টি মোট ১৮টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত প্রার্থী সুপারিশের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) -এ রিকুইজিশন/প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর: আঞ্চলিক কার্যালয়

সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস

সুনামগঞ্জ জেলার পৌর এলাকায় ষোলঘরে ২.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-২০১২ অর্থ বছরে তিনতলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে একজন ব্যক্তিগত সহকারী, দুইজন অফিস সহায়ক কর্মরত রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের একজন উপপরিচালক উক্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস

কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্ব তারাপাশা মৌজায় আর এস খতিয়ান নং ১২, দাগ নং ৬০৬, ৬১ শতাংশ ভূমিতে ২টি টিনশেড ভবন রয়েছে। ভবনটি ২০১০-২০১১ সালে ৩৫,১০,১৫৭ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। সেখানে একজন ডাটা এন্টি অপারেটর, একজন নিরাপত্তা প্রহরী কর্মরত রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের একজন উপপরিচালক উক্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন।

নেত্রকোণা আঞ্চলিক অফিস

নেত্রকোনা জেলাস্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চত্ত্বরে ২৪০ বর্গমিটার আয়তনের একটি জায়গায় নেত্রকোনা আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ করার জন্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

নতুন আঞ্চলিক অফিসের প্রস্তাব

জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এ অধিদপ্তরের অধীন নতুন ১৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। মৌলভীবাজার,

দিনাজপুর, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ভোলা, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, চাঁদপুর, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে আঞ্চলিক কার্য়ালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় কমিটি

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠনের পর হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটি :

ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
খ)	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
গ)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	কো-চেয়ারপারসন
ঘ)	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঙ)	মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
চ)	মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
ছ)	মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
জ)	মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঝ)	মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঞ)	মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
ট)	মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঠ)	মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঠ-১)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ড)	সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট হাওর এলাকার ৩(তিন) জন মাননীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
	১) জনাব এম এ মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩	সদস্য
	২) বেগম রেবেকা মমিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৪	সদস্য
	৩) জনাব শেখ হেলাল উদ্দীন, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-১	সদস্য
ঢ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ	সদস্য
	১) ড. আইনুন নিশাত, অধ্যাপক, এমিরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
	২) ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
ণ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন মৎস্য বিশেষজ্ঞ	সদস্য
	১) ড. মো: সাইফুদ্দিন শাহ, অধ্যাপক ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
	২) ড. মো: আবদুল ওয়াহাব, অধ্যাপক মৎস্য অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
ত)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ	সদস্য
	১) ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, স্কুল অব ইকোনমিকস	সদস্য
	২) ড. এ আতিক রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিস	সদস্য
থ)	সিনিয়র সচিব/ সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

হাওরের তালিকা

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হাওর মাস্টার প্লান অনুযায়ী হাওরের মোট সংখ্যা ৩৭৩টি এবং সর্বমোট আয়তন ৮৫৮৪৬০ হেক্টর। নিম্নে বর্ণিত জেলা অনুযায়ী ৩৭৩টি হাওরের তথ্য প্রদান করা হলো:

ক. জেলা: সুনামগঞ্জ

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
ছাতক উপজেলা		
১.	চাওলার হাওর	৩৭৮১
২.	জাহিদপুর হাওর	৪৬৯
৩.	জালিয়ার হাওর	২৪৬৬
৪.	জামাইকাটা হাওর	--
৫.	কাছিবাঙ্গা হাওর	৩০৭১
৬.	কুর্শি চর হাওর	১৩৮০
৭.	লেপা হাওর	৬৫৩
৮.	নাইদার হাওর	৩৫৪৩
৯.	সাইদাবাদ হাওর	১১১১
১০.	শিমুলতলা-জাল্লা হাওর	১০৮৯
১১.	সুকতিয়ার হাওর	১৮৯৭
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা		
১.	চাওল হাওর	১৪৭৪
২.	ডেকার হাওর	৫৮৩৩
৩.	ঢাকুয়া হাওর	১৪২০
৪.	ধামাই হাওর	৮১২

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
৫.	জামখোলা হাওর	২১০৪
৬.	কালিকোটা হাওর	৩
৭.	খাই হাওর	৫৩৮৭
৮.	নালুয়ার হাওর	১
৯.	পাগনার হাওর	১
১০.	শাংগাইর হাওর	৩৭৬০
দিরাই উপজেলা		
১.	বারাম হাওর	৩২১০
২.	চাওল হাওর	১
৩.	চাপতির হাওর	৪৫৭৪
৪.	দিরাই হাওর	৪২৮
৫.	হুরামন্দিরা হাওর	১৭৬৬
৬.	কালিকোটা হাওর	১৩৩৮৭
৭.	নালুয়ার হাওর	২
৮.	সাকিতপুর হাওর	৪৯০
৯.	সুরাইয়া বিবিয়ানা হাওর	১১৪৬
১০.	টাংগুয়ার হাওর	৪৬৭৪
১১.	উদগল বিল হাওর	৪৫৬৯
ধর্মপাশা উপজেলা		
১.	আরংবিল হাওর	৬৭৬
২.	আটলা বিল হাওর	২৪৮
৩.	বাইনচাপরা হাওর	১৬২১
৪.	বড় হাওর	২০৭
৫.	ছিছরা হাওর	১৪৬০
৬.	ছোট হিজলা বড় হাওর বিল হাওর	৫৭৬
৭.	ধানকুনিয়ার হাওর	১৭৫৯
৮.	ধারাম হাওর	২৬২৮
৯.	দুবাই হাওর	২২৬৪
১০.	গোরাডোবা হাওর	৬৮৮
১১.	গুরমার হাওর	১২১৮
১২.	হাসারানী বিল হাওর	২৭৪
১৩.	হলদিয়ার হাওর	২২৩
১৪.	জলধারা হাওর	৭০৫
১৫.	জায়ধুনা হাওর	৪২০
১৬.	কাহিলানি-শ্রীকুলি হাওর	১৬০৯
১৭.	কাইনজার হাওর	৭৭১
১৮.	কালিয়ানিবিল হাওর	৩৭৩
১৯.	কালনিকুরি বিল হাওর	১৫২
২০.	কানির হাওর	৪৮৪
২১.	কুমুরিয়া বিল হাওর	৩৫৪
২২.	লুসনি বিল হাওর	৩৫৯
২৩.	মাদানাগর বোয়ালার হাওর	১৮৬৫
২৪.	মাহেশপুর হাওর	৬৪৬
২৫.	মেদার বিল হাওর	২০১০
২৬.	মেদার বিল-১ হাওর	৯১৪
২৭.	মরিছাপুরি হাওর	৯২
২৮.	নয়া বিল হাওর	২৬৬
২৯.	রুইয়ের বিল হাওর	২৩০

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
৩০.	সাশকার হাওর	৯৬৫
৩১.	সয়তানখালি বিল হাওর	৩৬৭
৩২.	কালদিঘর হাওর	৪২০
৩৩.	সইছাপারা হাওর	১৮৭৫
৩৪.	সোনামরো হাওর	২৩০২
৩৫.	টানগুয়ার হাওর	৭১১৫
৩৬.	তোগার হাওর	৪৩৫৮
দোয়ারা বাজার উপজেলা		
১.	ডেকার বাজার	১২০১৫
২.	কালনার হাওর	৩৮৫২
৩.	নাইদার হাওর	৩২৮৬
৪.	নাইনগাওন হাওর	২৫০৬
জগন্নাথপুর উপজেলা		
১.	বানিয়া হাওর	৩৬৫৮
২.	ছালিয়ার হাওর	১১৪৯
৩.	ছিলাউরা হাওর	৭৪৩
৪.	দয়ালং হাওর	৫৯৮
৫.	হুরামন্দিরা হাওর	৪
৬.	জামাইকাটা হাওর	১৪১৩
৭.	নলুয়ার হাওর	৯৯৫৪
৮.	পারুয়া হাওর	৫৯৮
৯.	পিংলা হাওর	১৫৩৬
১০.	রওলি হাওর	১০৩
১১.	সুকতিয়ার হাওর	১
১২.	সুরায়া বিবিয়ানা হাওর	৩১৫৬
১৩.	সারাটির হাওর	১৮৩৬
জামালগঞ্জ উপজেলা		
১.	ডাকুয়া হাওর	১
২.	ধানকুনিয়ার হাওর	১
৩.	ডুবাইল হাওর	১
৪.	গুরমার হাওর	১
৫.	হালির হাওর	৭৮৮৯
৬.	হারিনাগার হাওর	৭০৬
৭.	জোয়াল বাংগা হাওর	১১৬৩
৮.	কুরি হাওর	৬৫৫
৯.	সাশকার হাওর	২৪
১০.	পাগনার হাওর	১৭৩৮২
সাল্লা উপজেলা		
১.	বাহারা হাওর	৬২২
২.	বারাম হাওর	১৪৩১
৩.	বেদার দোহার হাওর	২১৩৩
৪.	ভান্দা হাওর	৪২০৭
৫.	ভেরা মোহানা হাওর	৭০৩
৬.	ছায়ের হাওর	৫৬৩২
৭.	ছোখালি হাওর	১৯৬০
৮.	কালিকোটা হাওর	৪৪৭০
৯.	কাটাওে বিল হাওর	৭১১
১০.	মেদা বিল হাওর	১৮৬

১১.	সুল্লাল হাওর	৮৮০
সুনামগঞ্জ সদর		
১.	ডেকার হাওর	৭২৮২
২.	ডাকুয়া হাওর	৩০৩২
৩.	ধামাই হাওর	৯৩২
৪.	জোয়াল ভাংগা হাওর	৩৩৬৬
৫.	কালনার হাওর	৪৬৩৮
৬.	কানঘাইর হাওর	১
তাহিরপুর উপজেলা		
১.	বালদা গুলাঘাট হাওর	৮৮২
২.	কুটি বিল হাওর	৪০৭
৩.	লুবার হাওর	১৬৩৬
৪.	লুসনি বিল হাওর	১৭০৮
৫.	মাটিয়ান হাওর	৫৩৩৬
৬.	সাংশার বিল হাওর	৯২৫
৭.	শানির হাওর	৬৭৭৭
৮.	টাংগুয়ার হাওর	৪৫৩৫

খ. জেলা: সিলেট

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
বালাগঞ্জ উপজেলা		
১.	বানিয়া হাওর	৪৮৮৩
২.	বড়বন্ধ হাওর	১৫০৭
৩.	ছন্ধরোহি হাওর	১০১২
৪.	ছাতল হাওর	৩২০
৫.	ছিলুয়ার হাওর	১
৬.	দয়ালং হাওর	৮৬৮
৭.	ডুবরিয়ারি হাওর	৩৪৮৯
৮.	গৌরিপুর হাওর	২৭৩৫
৯.	কাওয়াদিঘী হাওর	৫
১০.	মাইজেইল হাওর	২৯০০
১১.	মুক্তারপুর হাওর	৫০৮৯
১২.	নিরাইয়া হাওর	১১১৭
১৩.	রোয়া বিল হাওর	৬১৩
বিয়ানি বাজার উপজেলা		
১.	আদিনাবাদ হাওর	২১৯৯
২.	আমুরা হাওর	৩০৫
৩.	মুরিয়া হাওর	৩৮১৪
৪.	নাটেস্বর হাওর	২৭৮৬
বিশ্বনাথ উপজেলা		
১.	বড়বন্ধ হাওর	৫৬৬
২.	ছাওলধানি হাওর	৪০৬৭
৩.	কামালপুর উত্তর হাওর	১০৯৫
কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা		
১.	বালদি হাওর	**১২৩**
২.	বারনি হাওর	**১১৬৭**
৩.	বিজয় পারুয়া হাওর	১১০৬
৪.	দামদামা হাওর	১
৫.	ফুলতাইল ছাগরাম হাওর	৯০২

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
৬.	লাকহাইর হাওর	৪২৩
৭.	লামাগাওন হাওর	৪৩৭
৮.	লুবাহা হাওর	১৫৯৫
৯.	পানিচোপরা হাওর	২৪৭
১০.	পাথারছুলি হাওর	৯৬১৪
১১.	পিপরাখালি হাওর	৬২৩
১২.	পুরনা ছাগরাম হাওর	১০৭১
১৩.	রাওতির হাওর	২৯৫২
১৪.	কামশেরনাগর হাওর	৮৭৫
১৫.	শিমুলতলা হাওর	৭৮০
দক্ষিণ সুরমা উপজেলা		
১.	ছিলুয়ার হাওর	৪৪১
২.	আমরির হাওর	১৬০৩
৩.	ধুবরিয়ারি হাওর	১৩৯১
৪.	হাকালুকি হাওর	২৯০৫
গোলাপগঞ্জ উপজেলা		
১.	আমুরা হাওর	১২০১
২.	আরাল হাওর	৪৪২
৩.	বাঘা হাওর	১৮৮৩
৪.	বেইয়ার হাওর	৫৯০
৫.	ছাতল বিল হাওর	১০৯৪
৬.	ধামরির হাওর	২৯৫৮
৭.	ফতেহগঞ্জ হাওর	৬০৯
৮.	হাকালুকি হাওর	১২৮৬
৯.	লুলার হাওর	১
গোয়াইনঘাট উপজেলা		
১.	আমবারি হাওর	৭২৫
২.	আসামপারা হাওর	৩৭০
৩.	বাইগ্যা হাওর	৮২৫
৪.	বালদি হাওর	১২৫
৫.	বাওন হাওর	৬৩৭
৬.	বারকিপুর হাওর	৪৪৪
৭.	বাউরবাগ হাওর	১২৮
৮.	বেদু হাওর	১৪৭৪
৯.	বেরি বিল হাওর	৫২৯
১০.	বিট্রিখেল হাওর	১৩৪২
১১.	বগা হাওর	২৮৪৮
১২.	বুধিগাই হাওর	১৯৮
১৩.	ছাদিভাদি হাওর	১০৮
১৪.	ছাতাল হাওর	২৭৯
১৫.	ছিটিনগের হাওর	৮১৭
১৬.	ছোটখাল হাওর	৯৫১
১৭.	দামধামা হাওর	১৯০
১৮.	দাওবারি হাওর	৪০৬৫
১৯.	গুরুকছি হাওর	৪২৭
২০.	কেইয়া হাওর	১৬২
২১.	কাকুনাখি হাওর	২৫০

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
২২.	খাগরা হাওর	৭৫৭
২৩.	খাস হাওর	৯৫০
২৪.	লাখাইর হাওর	৭০২
২৫.	লাকস্মি হাওর	৭৫
২৬.	লামা সাটাইন হাওর	৬৮৭
২৭.	লামাগাওন হাওর	১
২৮.	লেনগুরা হাওর	৬৯৮
২৯.	লুভা হাওর	২৯৮৭
৩০.	নাইগুল হাওর	৬১৯
৩১.	নাইন্দা হাওর	৭৬
৩২.	নান্দিরগাওন হাওর	২০৫৫
৩৩.	নতুন ভাংগা হাওর	১৬৫
৩৪.	নয়া পারা বিল হাওর	৮৯০
৩৫.	নয়াগ্রাম হাওর	২০১
৩৬.	নিজ ধারগ্রাম হাওর	১১৯২
৩৭.	পেকেরহাল হাওর	১১৮৫
৩৮.	পুরনা ছাগ্রাম হাওর	৮৪১
৩৯.	সাহাপুর হাওর	৪৯০
৪০.	সানকিবাংগা হাওর	১১৫
৪১.	সাটির হাওর	৭৮৩
৪২.	শিমুল বিল হাওর	৮১৩
৪৩.	সিয়ালা হাওর	২৩১
৪৪.	সিলচান্দ হাওর	৮৩৯
৪৫.	টুবরি হাওর	৯৯
৪৬.	টিটগুলি হাওর	২০৯
৪৭.	টুরুগবাগ হাওর	৭১৬
জয়িন্তাপুর উপজেলা		
১.	বাওন হাওর	১০২৪
২.	বাইরবাগ হাওর	১৭৮৫
৩.	বুধি হাওর	৯১৩
৪.	দেওচাপরা হাওর	১
৫.	ধুপনি হাওর	৫৮৬
৬.	ঝিনঘরখাল হাওর	১৬০৫
৭.	খাগরা হাওর	৩
৮.	খারু বিল হাওর	৬৫৯
৯.	খাস হাওর	৬৭৪
১০.	লাম্মি প্রাসাদ হাওর	১
১১.	মেধার হাওর	৯১৫
১২.	পানিছারা হাওর	১১৮৮
১৩.	পাছিম রুহিলাকান্দি হাওর	৫৩১
১৪.	রুহিলাকানি হাওর	৯০২
১৫.	সিকার খান হাওর	৪৭৭
১৬.	তোলু হাওর	৪০৩
১৭.	উমানপুর হাওর	৩৭৫
কানাইঘাট উপজেলা		
১.	বিরধাল হাওর	৭৪৬
২.	উড় হাওর	২১১৯৫

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
৩.	ছাতল হাওর	২৪৭১
৪.	ডালইরকানদি হাওর	৬৯৮
৫.	ফতেহাওরহগঞ্জ হাওর	৮৯০
৬.	ঝিনগরখাল হাওর	৪৬২৪
৭.	কেওতি হাওর	১১৫৫
৮.	রুহিলাকানি হাওর	০
৯.	শফিক হাওর	১৯৬৩
সিলেট সদও উপজেলা		
১.	পাথারছুলি হাওর	৬৮৪৪
২.	সারবানান্দা হাওর	১৮৫৮
৩.	ঝিকার হাওর	৪৬০০
জকিগঞ্জ উপজেলা		
১.	বালাইট হাওর	১০১১৩
২.	মেইলাট হাওর	১১২৫

গ. জেলা: হবিগঞ্জ

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
১.	সাতকান্দিও হাওর	৬০৫
২.	লাম্মিবাইর হাওর	৫৩৬৫
৩.	বিরাট হাওর	৮৭৭৯
বাহুবল উপজেলা		
১.	গুনগিয়াজুরি হাওর	১২২০৯
বানিয়াচং উপজেলা		
১.	ইকরাম সানগার হাওর	১৩৩০০
২.	বানিয়াচং পূবের হাওর	২১১৬
৩.	ভাটিপারার হাওর	১১৪৭৮
৪.	গুনজিয়াজুরি হাওর	৭
৫.	দক্ষিণ-পাচিমের হাওর	৪০৪৮
৬.	খাগাপাশা হাওর	৪২২৯
৭.	মোখার হাওর	৪৩৭৪
৮.	মোখালকান্দি হাওর	৫৩৮৭
৯.	শিবপাশা হাওর	১৯৩৬
হবিগঞ্জ সদর		
১.	গুনজিয়াজুরি হাওর	৬৪৩৮
২.	গাজারিয়া বিল হাওর	২৫৫৬
লাখাই উপজেলা		
১.	বাহারচর-রবিয়ারগাওন হাওর	১৮৮৭
২.	গাজারিয়া বিল হাওর	৬৮৬৬
৩.	টিক্কার পার হাওর	২১১১
মাধবপুর উপজেলা		
১.	শেলনির হাওর	১৫২৬
নবিগঞ্জ উপজেলা		
১.	গুনজিয়াজুরি হাওর	৯৬১৭
২.	মাখালকান্দি হাওর	৭৫৪৮
৩.	মোকার হাওর	৩৭৩৭
বড়লেখা উপজেলা		
১.	হাকালুকি হাওর	৬১০৩
জুরি উপজেলা		

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
১.	হাকালুকি হাওর	৪২৩৬
কেলুয়ার উপজেলা		
১.	হাকালুকি হাওর	২৭৭১

ঘ. জেলা: মৌলভীবাজার

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
মৌলভীবাজার সদর		
১	হাইল হাওর	**৪৯১৮**
রাজনগর উপজেলা		
২	ছিলুয়ার হাওর	**১৯৩**
৩	কাউয়াদিঘী হাওর	**১৫১৫৮**
শ্রীমঙ্গল উপজেলা		
৪	হাইল হাওর	**১০২২০**

ঙ. জেলা: নেত্রকোনা

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
আটপারা উপজেলা		
১.	দালি বন্দ হাওর	৩৫৫
২.	গণেশ হাওর	১৭৪২
৩.	মশা গাতির হাওর	৫২৮
৪.	পাগলা হাওর	১০৫৬
৫.	সরিষা বিল হাওর	৪১৬
বারহাট্টা উপজেলা		
১.	মেদের বিল-২ হাওর	১৬৭৮
কলমাকান্দা উপজেলা		
১.	বড় হাওর (নেত্রকোনা)	৪০৩
২.	দিঘী হাওর	২৫
৩.	গোরাদোবা হাওর	৮৮৫
৪.	মেদা হাওর	৫৬৩
৫.	মেদি বিল হাওর	৬৬৬
৬.	মহিশুরা হাওর	১৭০৫
৭.	নানিয়া বিল হাওর	২৫৪৫
৮.	সোনাধুবি হাওর	২৬২৪
৯.	লেহেঙ্গা বিল	৩৫৯
খালিয়াজুরি উপজেলা		
১.	বেগানির হাওর	৪৪৫
২.	বৈধার হাওর	৪৭৪
৩.	বড়াইকুরি হাওর	১৪৮৯
৪.	বড় দৈদার হাওর	১১৮
৫.	বাইরার হাওর	৫০৮
৬.	চাকুয়া হাওর	১৮১০
৭.	চাতলের হাওর	১৫৫২
৮.	চাওতারা/চানতারা হাওর	১৪৭৩
৯.	চায়ের হাওর	১৪৭৫
১০.	চালাপাইয়ার হাওর	১৩০৯
১১.	দৈকার কুরি হাওর	৪৬৮
১২.	গোরাচালিরবাগ হাওর	২২৯
১৩.	গোমরার হাওর	১৪২২
১৪.	হাতিমারা হাওর	৩৫৬
১৫.	হুগলির বিল	৪৯৯
১৬.	জগনান্নথপুর হাওর	১২৯৯
১৭.	কালিকোতা হাওর	১
১৮.	কাউয়ার বন্দ হাওর	১২১৭
১৯.	খিলখিলির হাওর	৯৭০
২০.	কির্তনখোলার হাওর	৩৫৫
২১.	লোদার-মেন্দিকখালি হাওর	১৭৫
২২.	লোরি-কানকাটি হাওর	১৩৩
২৩.	মুলদৈর হাওর	১২৮
২৪.	পানগাছিয়া হাওর	১১০৭
২৫.	পুটিয়ার হাওর	২১৫৯
২৬.	রুয়াইল হাওর	১৯৪৮
২৭.	সাতবিলা হাওর	৩৭৭
২৮.	শিবপুর হাওর	২৮৫
মদন উপজেলা		
১.	আরন-বারুক বিল হাওর	১১৩৪
২.	বানশারির হাওর	১১৭২
৩.	বাওয়াতের হাওর	৬৩১
৪.	ধালি বন্দ হাওর	৩৮৭
৫.	গণেশ হাওর	১৪৩৩
৬.	হাতিয়ার হাওর	১২৭০
৭.	জগন্নাথপুর হাওর	৪১৯
৮.	জালিয়ার হাওর	২২৩৪
৯.	কাতলার হাওর	৪৯৩
১০.	খিলখিলির হাওর	১৭১১
১১.	কোয়ার হাওর	৪৭১
১২.	নারুনশোর বিল হাওর	৮২৫
১৩.	পাগলা হাওর	৩৮৬
১৪.	পাতুনিয়া হাওর	৫৩৭
১৫.	তালার হাওর	৫৮৩১
১৬.	উরার বন্দ হাওর	৭৬৭
মোহনগঞ্জ উপজেলা		
১.	বাওয়াতের হাওর	১১৬১
২.	ডিঙ্গি পোতা হাওর	১৪৫৫৫
৩.	কানখোলা বিল হাওর	৬০৭
৪.	মশা গাতির হাওর	১০২৯
৫.	পাগলা হাওর	৬৯৩
৬.	সরিষা বিল হাওর	৭৯২

চ. জেলা: কিশোরগঞ্জ

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
কিশোরগঞ্জ জেলা		
১.	অষ্টগ্রাম	১৬
২.	বাজিতপুর	১৪
৩.	ভৈরব	-
৪.	হোসাইনপুর	-
৫.	ইটনা	২১

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
৬.	করিমগঞ্জ	১৪
৭.	কটিয়াদি	৬
৮.	কিশোরগঞ্জ সদর	১
৯.	কুলেরচর	৫
১০.	মিঠামইন	১৬
১১.	নিকলী	১৯
১২.	পাকুন্দিয়া	৬
১৩.	তাড়াইল	৯৭
অষ্টগ্রাম উপজেলা		
১.	বরখা খালিয়াবন্দ হাওর	৩৪৮০
২.	বড় হাওর (অষ্টগ্রাম)	২৭৪১
৩.	ব্রিথনজল হাওর	১০৫৭
৪.	চরিয়া শরীফপুর হাওর	৮২৪
৫.	চুয়াডাঙ্গা বন্দ হাওর	৯৩৬
৬.	দেওহর হাওর	৩৩১৮
৭.	দিথী আকরা হাওর	১
৮.	গোরাডিঘা হাওর	১
৯.	কৈরাল বন্দ হাওর	৩১১
১০.	কলমা হাওর	৩২১৫
১১.	খোরজুরি হাওর	২১
১২.	খুনখুনি হাওর	৪৭৪
১৩.	মহিতুলপা হাওর	৫৪৯
১৪.	মিঠামইন দক্ষিণ হাওর	৫০২৬
১৫.	পাঠার চর বন্দ হাওর	৭৩৬
১৬.	সপন্ত হাওর	৮৯৩
ভাজিতপুর উপজেলা		
১.	আয়নার গুপি হাওর	৮০৯
২.	বানুয়াল হাওর	৩৬২
৩.	দুলালপুর হাওর	৫১১
৪.	গোলাইমারা হাওর	৬১০
৫.	গয়িলা হালদা হাওর	৩১০
৬.	গুজা হাওর	৮৩
৭.	জয়ারিয়া হাওর	১৪৩২
৮.	কুনিয়াবন্দ হাওর	৮৫৩
৯.	লাহুন্দি হাওর	২৭৯
১০.	মহিতুলপা হাওর	৫৬৯
১১.	নুন্নির হাওর	১৫০১
১২.	পারকচুয়া হাওর	৯৮৩
১৩.	পশ্চিম বৈদ হাওর	১৪১৯
১৪.	সরিষাপুর হাওর	৫৭২
ইটনা		
১.	বদলার হাওর	২৭৭৭
২.	বড়াইকুরি হাওর	১১২০
৩.	বরুরার বিল	৮৮৯
৪.	বোগাডুবি হাওর	২৭৬
৫.	চাদনিয়া হাওর	৬৭৮
৬.	চাতল হাওর	৬৯৮

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
৭.	চায়ের হাওর	২২০৩
৮.	দক্ষিণের বন্দ হাওর	১৯৪৪
৯.	দক্ষিণের হাওর	১৬৫৪
১০.	হিজলির হাওর	১৮৪০
১১.	জলুইর হাওর	৩১৩
১২.	জয়া সিদ্দি/ উত্তরের হাওর	৩৫৯৬
১৩.	কাটাইয়া বন্দ হাওর	৩৬৪২
১৪.	খৈশার হাওর	৯০৯
১৫.	কৈচুরা হাওর	২৬১
১৬.	মেন্দার হাওর	৪৬৩
১৭.	মৃগা হাওর	৯২৭
১৮.	নওগাঁ হাওর	২৫৪৮
১৯.	পূর্বের বন্দ হাওর	২৬৯৩
২০.	শেরপুর হাওর	৯৯
২১.	উত্তরের বন্দ হাওর	৩৯৭২
করিমগঞ্জ উপজেলা		
১.	বরিয়ার হাওর	২০
২.	বুশা কান্দা বিল হাওর	৬৯০
৩.	বড় হাওর (কিশোরগঞ্জ)	৩২৯৪
৪.	ধুপেহুরা বিল	২
৫.	ফিউলাঙ্গা হাওর	৬৬৭
৬.	হালিয়া হাওর	৭৮৩
৭.	হিনগ্রুইল বিল	২২৮
৮.	কালাহুলিয়া বিল	৩২১
৯.	কাটিয়ান বিল হাওর (বরার হাওর)	১২০
১০.	কাটারচা বিল	২৮৫
১১.	করাটি বিল হাওর	১৯৭২৬
১২.	মন্দার বিল হাওর	১২১২
১৩.	নানেশ্বর হাওর	২৪৯৭
১৪.	নওগাঁ হাওর	৯০৩
কটিয়াদি উপজেলা		
১.	বিল পুরুষ বদিয়া	৮২৩
২.	বড় হাওর (কিশোরগঞ্জ)	৩৩৪
৩.	চাঁদপুর হাওর	২২৯৪
৪.	জড়াইতলা হাওর	১
৫.	কলিয়ান বিল হাওর (বরার হাওর)	৩০১৪
৬.	পশ্চিমবন্দ হাওর	১
কিশোরগঞ্জ সদও উপজেলা		
১.	দুপচুরা বিল	৩৮
কুলিয়ার চর উপজেলা		
১.	জয়রিয়া হাওর	১
২.	কুনিয়ার বন্দ হাওর	৬৪৩
৩.	কুনিয়ার বন্দ হাওর	৩১৮
৪.	মধাবদী হাওর	৩৯০
৫.	পঞ্চ আতিয়া বিল	১০৪৬
ডমঠামইন উপজেলা		
১.	বড় গোপ হাওর	৪০৯

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
২.	চর বুলাই হাওর	২৮৪
৩.	চর কাঠাল হাওর	৩২৮
৪.	দৈয়ার বিল	১৮০
৫.	দক্ষিণের হাওর	১০৮৩
৬.	দিঘী আখরা হাওর	২৪৬
৭.	গোপদিঘী হাওর	১৫৭১
৮.	গোরদিঘা হাওর	৪
৯.	কাকুয়ার হাওর	৬৩০
১০.	কাঞ্চনপুর হাওর	১০৭৬
১১.	খোরজুরি হাওর	১৬৬৯
১২.	খুনখুনি হাওর	৭৩৫১
১৩.	মিঠামইন উত্তর হাওর	২১৩৬
১৪.	নওগাঁ হাওর	১
১৫.	সাতকান্দির হাওর	৬৭১
১৬.	সোনা বন্দ হাওর	২৩০৮
ডনকলী উপজেলা		
১.	বরিয়ার হাওর	৫০৮
২.	বাটিবারাটিয়া হাওর	১৩০৪
৩.	বুশা কান্দা বিল হাওর	৩০১
৪.	বড় হাওর (কিশোরগঞ্জ)	১৬২৫
৫.	বুলার হাওর	১০৭৫
৬.	চাঁদপুর হাওর	১৭
৭.	গোরাদিঘা হাওর	৭৩১
৮.	গুরাই হাওর	১৯৩৮
৯.	জরাইতলা হাওর	১২১০
১০.	কালিয়ান বিল হাওর (বড়ার হাওর)	১
১১.	কালিয়ার হাওর	২৫
১২.	খুনখুনি হাওর	৪
১৩.	মাদাইনাগর হাওর	৫০১৬
১৪.	মহিতুলপা হাওর	১৩৪১
১৫.	মিঠামইন উত্তর হাওর	১৪৪৩
১৬.	মিঠামইন দক্ষিণ হাওর	৮৩৬
১৭.	নোয়াপারা হাওর	৩
১৮.	পশ্চিম বৈদ হাওর	৩
১৯.	পশ্চিম বন্দ হাওর	২০৬
পাকুন্দিয়া উপজেলা		
১.	চেঙ্গামারা বিল	৮৭
২.	ক্ষমা বিল	৬০৪
৩.	মস্তি বিল হাওর	৬৬০
৪.	নবাগিয়া বিল	১৪১
৫.	পুরবারদিয়া বিল	৪৩০
৬.	সুখিয়া বিল	১৬৪
তারাইল উপজেলা		
১.	আগার বন্দ হাওর	৩৬৪
২.	চাতল হাওর	১০৮৯
৩.	ফিউলাঙ্গা হাওর	০
৪.	হিঙ্গুল হাওর	১৭৯

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
৫.	হুলিয়ার হাওর	১৯৩৮
৬.	কাগাতিয়া বন্দ হাওর	২৯৩
৭.	মৈরার বন্দ হাওর	৩৫৯
৮.	মাখরার বন্দ হাওর	
৯.	মাথোরার বন্দ হাওর	২৪২
১০.	সুনাইর হাওর	৩৯২০

ছ. জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	আয়তন হেক্টর
আখাউরা উপজেলা		
১.	দত্তখোলা হাওর	৭.৪৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর		
১.	দত্তখোলা হাওর	১০০৩৩
নাসিরনগর উপজে		
১.	আকাশি শাপলা বিল হাওর	৩১৪৮
২.	চুরাখুরি হাওর	১৩০০
৩.	শেলনির হাওর	১৫০৩
৪.	টিক্কার পার হাওর	২৮৮৩
সরাইল উপজেলা		
১.	বালিঙ্গা বিল হাওর	৩৪৪৩
২.	কটিয়াজুরি হাওর	৩৬৫৮

উৎসঃ হাওর মাস্টার প্লান (বাহাজউঅ, ২০১২-২০৩২)

যানবাহন ও অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের টিওএন্ডইভূক্ত চেকলিস্ট

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুমোদিত টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্ত যানবাহন ও মালামালের বিবরণ:

ক্রমিক নং	যানবাহনের বিবরণ	যানবাহনের সংখ্যা	মন্তব্য
১	জীপ	১টি	মহাপরিচালকের যাতায়াতের জন্য
২	কার	১টি	প্রশাসনিক কাজের জন্য
৩	পিকআপ	১টি	প্রশাসনিক কাজের জন্য
৪	মাইক্রোবাস	১টি	অকেজো
৫	ফটোকপিয়ার মেশিন	২টি	প্রশাসনিক কাজের জন্য
৬	কম্পিউটার সেট	১৮টি	প্রশাসনিক কাজের জন্য
৭	মাল্টিমিডিয়া এন্ড সিডি প্রজেক্টর	১টি	প্রশাসনিক কাজের জন্য
৮	কনফারেন্স সিস্টেম	১টি	প্রশাসনিক কাজের জন্য
৯	ইঞ্জিন বোট	২টি	আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য এখনো ক্রয় করা হয়নি
১০	স্পীড বোট	২টি	আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য এখনো ক্রয় করা হয়নি

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (১৪৭০২০১)	২০২২-২০২৩ অর্থবছর		২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয়
	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	
পরিচালন	৩২২০০	৩০৯৯৭	১৯৮১৪.২০৩
উন্নয়ন	--	--	--
সর্বমোট (পরিচালন+ উন্নয়ন) =	৩২২০০	৩০৯৯৭	১৯৮১৪.২০৩

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মধ্যে ১৫ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৩ উদযাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়। এ দিবস পালন উপলক্ষে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বোর্ড, সংস্থার সমন্বয়ে Blue Economy in Bangladesh: Opportunities and Challenges শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

মুজিব কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মকে আলোকপাত করে মুজিবকর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

লাইব্রেরি স্থাপন

হাওর, জলাভূমি, ডেল্টা প্লান, জলবায়ু পরিবর্তন, সরকারি চাকুরি বিধিমালা, সরকারের বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, প্রধিানমালা ও অফিস ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পুস্তকের সংগ্রহে হাওর ভবনে একটি স্মার্ট লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে।

পৃথক ওয়াশরুম কক্ষ স্থাপন

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ করা হয়েছে।

আইনের খসড়া তৈরি

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সুরক্ষা, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করে গত ২০ অক্টোবর ২০২২ এস আর ও জারি করে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ই-সার্ভিস

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটালৈইজেশন পদক্ষেপ হিসেবে E- Requisition, store Management Interactive Digital Corner ও সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে:

১। ই-রিকুইজিশন: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে ই-সেবা সহজিকরণের জন্য https://haor.org/inventory, User Name: superadmin@hawor.com
Password: superadmin এর মাধ্যমে ই-রিকুইজিশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রতিটি শাখায় চাহিত মালামল পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

২। স্টোর ম্যানেজমেন্ট: অধিদপ্তরের ষ্টোর-কে ই-সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে। https://haor.org/interactive/login, User Name: uperadmin@hawor.com
Password: superadmin এর ফলে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মালামালের তালিকা, বাৎসরিক ক্রয়ের হিসাব, এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবেদন প্রস্তুত সহজতর হয়েছে।

৩। ইন্টারেক্টিভ কর্ণার: এটি একটি ডিজিটাল প্লাটফরম। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে https://haor.org/interactive/login,User Name:superadmin@hawor.com, Password: superadmin একটি ইন্টারেক্টিভ কর্ণার ডেভেলপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের সেবা সমূহ অর্থাৎ নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক পরামর্শ, মন্তব্য, যাচিত তথ্য/তথ্যপ্রাপ্তি, রিপোর্ট অটো জেনারেট করা সম্ভব হবে। এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে (অভ্যন্তরীণ ইউজার, প্রাতিষ্ঠানিক দপ্তর, নাগরিক) যে কেউ তাদের যে কোন জিজ্ঞাসা, তথ্য, মতামত, অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারবেন।

৪। ফেসবুক পেজ: https://www.facebook.com/dbhwd

৫। ওয়েব সাইট: www.dbhwd.gov.bd

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার সম্পর্কত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৪ মার্চ ২০২৩	বাহাজউঅ	১৮
২.	ঐ	০৮ মে ২০২৩	বাহাজউঅ	২১
৩.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৪ মে ২০২৩	বাহাজউঅ	০৮
৪.	ঐ	২৮ মার্চ ২০২৩	বাহাজউঅ	০৮
৫.	ঐ	০৫ জুন ২০২৩	বাহাজউঅ	২৩
৬.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২২	বাহাজউঅ	১৫
৭.	ঐ	০৬ জুন ২০২৩	বাহাজউঅ	২৩
৮.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২	বাহাজউঅ	১৫
৯.	ঐ	০১ ডিসেম্বর ২০২২	বাহাজউঅ	১৫
১০.	ঐ	২৩ মার্চ ২০২৩	বাহাজউঅ	০৮
১১.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	বাহাজউঅ	২৪
১২.	ঐ	০৫ এপ্রিল ২০২৩	বাহাজউঅ	২০
১৩.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের আচরণ ও কৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১ ও ২২ ১ সেপ্টেম্বর ২০২২	বাহাজউঅ	১৮
১৪.	ঐ	১২ এপ্রিল ২০২৩	বাহাজউঅ	২৪
১৫.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬ এপ্রিল ২০২৩	বাহাজউঅ	২১

কর্মশালা				
ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্টেকহোল্ডার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থানীয়করণ' সম্পর্কিত কর্মশালা	২৩ জানুয়ারি ২০২৩	বাহাজউঅ	২৬
২.	বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত "Blue Economy in Bangladesh: Opportunities and Challenges" শীর্ষক সেমিনার /কর্মশালায়।	২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	বাহাজউঅ	৭৫
	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় "৪র্থ শিল্প বিপ্লব: হাওর উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়" বিষয়ে কর্মশালা	১০ মে ২০২৩	বাহাজউঅ	২৩
৩.	'রুলস অব বিজনেস' বিষয়ে কর্মশালা	৩১ মে ২০২৩	বাহাজউঅ	২৯
৪.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জি.আরএস সফটওয়্যার" -বিষয়ক কর্মশালা	০৬ জুন ২০২৩	বাহাজউঅ	২৩
৫.	"হাওর ও জলাভূমির ২ যুগ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং আমাদের হাওর অঞ্চলের ভবিষ্যৎ"	১৯ জুন ২০২৩	বাহাজউঅ	৭০

হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয়

হাওর ও জলাভূমি এলাকায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত ও বহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে হাওর এলাকার সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ৪৮ টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ফসল রক্ষা বাঁধের নির্মাণ ও মেরামত কার্যক্রমসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। হাওর ও জলাভূমি এলাকায় বাস্তবায়িতব্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প/বিভিন্ন সংস্থার প্রণীতব্য আইনের উপর মতামত প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও হাওর মহাপরিকল্পনার আওতায় হাওর এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে ২টি সমন্বয় সভা আয়োজিত হয়।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্প

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর হতে বিভিন্ন অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ৫টি সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত করেছে:

১। ''Comprehensive feasibility study for sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, baor, beel and connected rivers etc.) in Different Hydrological Regions of Bangladesh'' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে। জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে এ সমীক্ষার আওতায় দেশের যে সকল নদীর উৎপত্তি কোন জলাভূমি থেকে এমন নদীর অববাহিকার ৭৬টি জলাভূমি পূর্ণাঙ্গভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব জলাভূমি খনন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেচকাজ সম্প্রসারণ, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে এসব এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

২। "Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫ শতক আয়তন পর্যন্ত পুকুরসহ দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও মানচিত্র প্রস্তুত, টাঙ্গুয়ার হাওর সংলগ্ন ১২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় লাইডার সার্ভে করা এবং জীববৈচিত্র্য, মৎস্য, কৃষি, বন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিবেচনায় জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০ পর্যন্ত।

৩। "Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj District" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর এলাকার উল্লিখিত ৬টি জেলার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল ডিসেম্বর ২০১৫-জুন ২০১৯ পর্যন্ত ।

৪। "Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর এর প্রভাব নিরূপণ এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারী ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

৫। "Classification of Wetlands of Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরণ, জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। "Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডলে যাচাই করা হয়ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (২০১২-২০৩২)

দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, পরিবেশ, প্রতিবেশ সংরক্ষণসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত ২০ বছর মেয়াদী হাওর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৮,০৪,৩০৫ লক্ষ টাকা। এ মহাপরিকল্পনায় সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার হাওর এলাকার প্রায় ২.০০ কোটি মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রণীত হাওর মহাপরিকল্পনায় ১৭টি উন্নয়ন সেক্টরে (পানি সম্পদ, কৃষি, মৎস্য, মুক্তাচাষ, প্রাণিসম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি, পরিবহন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহায়ন ও বসতি স্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, সামজিক সেবা, শিল্প, বিদ্যুৎ ও শক্তি এবং খনিজ সম্পদ) ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। হাওর এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৪০টি সরকারি দপ্তর/সংস্থা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৭৫টি প্রকল্প গ্রহণ করে। বর্তমানে হাওর এলাকায় ৭৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং ১০২টি প্রকল্প ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র/সেক্টরভিত্তিক হাওর মহাপরিকল্পনার (২০১২-২০৩২) এ পর্যন্ত মোট ৬৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে

হাওর মহাপরিকল্পনার আওতায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহায়ন, মৎস্য সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি, পর্যটন, শিল্প, খনিজসম্পদ এবং বসতি স্থাপনসহ বনজসম্পদ সেক্টর অধিকতর গুরুতপূর্ণ হওয়ায় উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে অধিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। হাওর অঞ্চল দারিদ্রপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত হওয়ায় সকল প্রকল্পের সুবিধা সমভাবে সকল এলাকায় পৌঁছানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদার প্রকল্প ক্ষেত্রসমুহকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি, ডেল্টাপ্লান ২১০০ আলোকে হাওর মহাপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নিম্নবর্ণিত একটি সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে:

১ । বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত হাওর মহাপরিকল্পনা মূল্যায়ন ও হালনাগাদকরণের জন্য সমন্বিত সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৬.৯১ (ছয় কোটি এশান্নবই লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১৫ মে ২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই, ২০২৩ থেকে ডিসেম্বও ২০২৪ পর্যন্ত।

ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এয়াড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ঊীঢ়ৎবংংরড়হ ড়ভ ওহঃবৎবংঃ (উঙও) জারি করা হয়েছে।

আড়িয়াল বিল

Study for Integrated Assessment of Land and Water Resources for Livelihood Improvements in Arial Beel Region (আরিয়াল বিল এলাকার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে পানি ও ভূমি সম্পদেও সমন্বিত সমীক্ষা) প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্প:

১। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ। ইতোমধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে ভবনের আর্কিটেকচারাল ডিজাইন (নকসা) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করেছে। ডিপিপি তৈরীর কাজ চলমান আছে।

২। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নেত্রকোণা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ভবন নির্মাণ। ভবন নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৩। চলনবিল ও আড়িয়াল বিলের প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত ব্যবহারের বিষয়ে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫। জলাভূমি সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই আইনের খসড়া পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় আইনের খসড়া উপস্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

৬। সিলেটে হাওর গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন।

৭। হাওরাঞ্চলে গ্রাম সুরক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্প (WR-05)

৮। হাওরাঞ্চলে বৃক্ষরোপণ প্রকল্প (FR01, FR-03)

৯। হাওরাঞ্চলে অগ্রাধিকারভিত্তিক মৎস্য অভয়ারন্য এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (FI-01)

১০। হাওর এলাকায় হাঁস উৎপাদন খামার স্থাপন প্রকল্প (LS-10)

১১। সেডিমেন্ট উত্তোলনের মাধ্যমে হাওরের নদী, খাল ও বিল পুনরুদ্ধার প্রকল্প (TR-10)

১২। হাওর ইমারজেন্সি হেল্‌থ সার্ভিস প্রকল্প (HE-05)

১৩। Expansion of solar power generation systems in Haor area (PW-02)

১৪। Haor Tourism Development Project

(a) Construction of Bird Watching Tower (T-05)

(b) Haor Sightseeing Tour Program (TS-08)

(c) Construction of Seven Haor Rest house in Seven District (TS-12)

১৫। কমিউনিটি ভিত্তিক টেকসই নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (WR-01)

১৬। গবাদী পশু আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প ।

১৬। হাওরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্প (BR-02)

ক) হাওর ল্যাবরেটরি স্থাপন।

খ) পাখির অভয়ারণ্য স্থাপন।

গ) পরিবেশ প্রতিবেশ দূষণ মনিটরিং সেল স্থাপন।

১৪। হাওর সহনশীল ধান ও অন্যান্য ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (AG-09, AG-10)

১৫। E-monitoring of Haor & Wetlands Ecosystem Project.

১৬। Inter Upazilla Connecting Elevated Express Way Construction in Haor Area.

১৭। হাওরাঞ্চলে (৭টি জেলায়) তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।

১৮। ৮টি বিশেষ আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। সেডিমেন্ট (পলি) উত্তোলন, মাছ চাষ, সবুজায়ন (বনায়ন), পর্যটন বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ

পর্যটন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণে উল্লেখযোগ্য বিলসমূহ

জীবাশ্ম জ্বালানীর অতি ব্যবহারে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, বনভূমি উজাড় এবং নদী-নালা-খাল-বিল দখলের ফলে উত্তপ্ত হচ্ছে পৃথিবী। বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরতে জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ধরিত্রী বাঁচানোর লক্ষ্যে বনাঞ্চল-সমুদ্র-জলাশয় রক্ষার বিষয়টির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আবহমানকাল ধরে শ্যামল বাংলাকে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শতশত নদ-নদী, খাল, হাওর, বাঁওড়, বিল আর জলাশয়গুলোকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। জলাশয়গুলো রক্ষার মাধ্যমে একদিকে যেমন অধিকমাত্রায় মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য বজায়সহ টেকসই উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব। সময়ের পরম্পরায় জলজ এই উৎসগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নৌকেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবস্থা, যা সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা পালন করে আসছে এবং দেশের প্রোটিনের চাহিদা পূরণেও অপরিসীম ভূমিকা পালন করছে। দিনাজপুরের আশুরার বিল, রাজশাহীর চলন বিল, ঢাকার অদূরে মুন্সীগঞ্জ জেলায় আড়িয়াল বিল, গাজীপুর জেলার বেলাই বিল, খুলনার বিল ডাকাতিয়া, যশোরের ভবদহ বিল, সিলেটের তামাবিল এবং মৌলভীবাজার জেলার বাইক্কা বিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলায় হাকালকি হাওর, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর, বান্দরবানের আরেকটি প্রাকৃতিক বিস্ময় হলো বগা লেক, রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেক, চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক ইত্যাদি প্রকৃতির তেমনই কতিপয় অপার দান এবং সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ২০৩০-এর যে ১৭টি লক্ষ্য রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি লক্ষ্য সরাসরি পর্যটনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অন্য লক্ষ্যগুলো পরোক্ষভাবে পর্যটনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আশুরার বিল

উত্তরবঙ্গের ‘অ্যামাজন খ্যাত’ আশুরার বিল দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত শালবনের উত্তর পাশ ও বিরামপুর উপজেলার মোট ৬টি মৌজার মধ্যে বিশাল আশুরার বিলের অবস্থান। আশুরার বিলের মোট আয়তন ৮৫৭.৪৫ একর বা ৩৪৭.১৪ হেক্টর। কচুরিপানা আর বিভিন্ন ধরনের আবর্জনায় জরাজীর্ণ রূপ নেয়া আশুরার বিলের হারানো জৌলুস ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। আশুরার বিল ও বনের নান্দনিক ল্যান্ডস্কেপের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণ সম্ভব। এ বিলটি বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বনের মধ্যে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃষ্টি-কালচার, জীবনধারা ও সংস্কৃতি নিয়ে কমিউনিটিভিত্তিক ট্যুরিজম উন্নয়ন করলে ওই অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হবে। যদি পরিকল্পনা করে একনেকের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্রভিত্তিক একটি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে এই স্থানটিকে অনন্য পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

চলন বিল

চলন বিল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলাভূমি অঞ্চল। নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা এই তিন জেলার নয়টি থানা মিলে চলন বিলের অবস্থান। তবে নাটোর জেলাকেই চলনবিলের কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেও সবচেয়ে বড় বিল। বর্তমান চলন বিল এলাকার আয়তন প্রায় ৮০০ বর্গমাইল বা প্রায় ২০৭২ কিলোমিটার।

এই বিলে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পানিতে পরিপূর্ণ থাকে। ফলে এলাকার মানুষজন মানুষ মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এই বিল থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়। যা পুরো উত্তরবঙ্গকে মাছের চাহিদা পূরণ করে দিতে পারে। নানান অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের কারণে চলনবিলের সমৃদ্ধ অতীত আজ আর নেই বললেই চলে। কালের বিবর্তনে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এ বিলকে মরুকরণের প্রক্রিয়া থেকে, জীবনের জন্য, জীবের জন্য, প্রাণবৈচিত্র্যের জন্য, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা অতীব জরুরি। এজন্য এ বিলের পুনরুদ্ধার এবং এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ অতীব জরুরী।

আড়িয়াল বিল

আড়িয়াল বিল বর্তমানে ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার পূর্বে, নবাবগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ-পূর্বে এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে ও সিরাজদিখান উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৩৬ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে অবস্থিত। একদা বিলের চাষের জমি ৮৫ হাজার একর ছিল বলে বলা হতো। বর্তমানে অন্তত ৩০ হাজার একর জমি হ্রাস পেয়েছে বসতবাড়ি নির্মিত হওয়ার জন্য। পদ্মা থেকে ধলেশ্বরী পর্যন্ত দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো আরেকটি নদী ইছামতি। ইছামতির ক্ষীণধারা কোথাও কোথাও দেখা গেলেও অনেক স্থানেই এখন এর অস্তিত্ব নাই। আড়িয়াল বিলের মাটি অত্যন্ত নরম। এই মাটির বৈশিষ্ট্য পিট কয়লা মিশ্রিত নরম কাদামাটি। নদীর গতিপথ থাকায় এবং পলি পড়ে বিলটি তৈরি হওয়ায় এটির নিচেও পাথুরে মাটি নেই। এই বিলের অস্তিত্ব এখন হুমকীর মূখে। বিলটি বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে এর পরিবেশ, ভৌগলিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বহুবিধ গবেষণা ও প্রকল্প গ্রহণ প্রয়োজন।

ভবদহ বিল

যশোরের দুঃখ বা মরণফাঁদ হিসেবে পরিচিত ভবদহ বিল। যশোরের মণিরামপুর ,কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলা এবং খুলনার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার অংশবিশেষ নিয়ে ভবদহ অঞ্চল। জলাবদ্ধতার জন্য যশোরের দুঃখ বলা হয় ভবদহকে। পলি জমে রুদ্ধ হয়ে আছে এখানের নদী পথগুলো। যা ভবদহ অঞ্চলে আটকে পড়া পানি নিষ্কাশনের বড় বাধা। ফলে প্রতিবছর জলাবদ্ধতার নির্মম যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে এ অঞ্চলের মানুষকে। ভবদহ সংস্কার না হওয়ার কারণে প্রতিবছর ৭-৮ মাস এলাকার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ভবদহের জলাবদ্ধতা সমস্যা বেশ পুরনো। ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনে বহু কর্মপরিকল্পনা নেয়া হলেও ভবদহবাসীর দুঃখ যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এ পুরনো সমস্যার সমাধানের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু তিন দশকের বেশি সময় পার হলেও ভবদহবাসীর দুর্দশা নিরসন করা যায়নি। যশোরের ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনের একমাত্র উপায় প্রকৃতিকে তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেওয়া। এই অঞ্চলকে পানিমুক্ত করতে দরকার প্রাচীন জোয়ারাধার পদ্ধতি চালু করা।

বাইক্কা বিল

চায়ের শহর হিসেবে খ্যাত মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওরের পূর্ব পাশে অবস্থতি অভয়াশ্রম বাইক্কা বিল হাইল হাওরের প্রাণ। ১০০ হেক্টর জলাভূমি জুড়ে বিস্তৃত জলজ ও উভচর প্রাণীর আবাসস্থল বাইক্কা বিল। সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে পাখি ও মাছের অভয়াশ্রম। এক সময় শুধু শীত কালে এখানে অতিথি পাখি আসতো কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে বাইক্কা বিল পাখির স্থায়ী অভয়াশ্রমে পরিনত হয়েছে। বার মাসই সেখানে পাখি দেখা যায়। শুধু পাখি নয় এখানে রয়েছে বড় বড় দেশীয় প্রজাতির মাছ তাও সম্ভব হয়েছে এখানে মাছের স্থায়ী আভয়াশ্রম গড়ে তোলায়। সেখানে পাখি দেখার জন্য নির্মিত হয়েছে একটি র্পযটন টাওয়ার। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র পর্যটন টাওয়ার। এ টাওয়ারটি নির্মাণ করা হয়েছে শুধু মাত্র পাখি দেখার জন্য। টাওয়ারটি ৩ তলাবিশিষ্ট। প্রত্যেক তলাতেই রয়েছে ১টি করে শক্তিশালী বাইনোকোলার।

হাকালুকি হাওর

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এটি এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম মিঠাপানির জলাভূমি। এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর, তন্মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। এটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা (৪০%), কুলাউড়া (৩০%), এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ (১৫%), গোলাপগঞ্জ (১০%) এবং বিয়ানীবাজার (৫%) জুড়ে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিকভাবে এর অবস্থান, উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড় এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশে। ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে উজানে প্রচুর পাহাড় থাকায় হাকালুকি হাওরে প্রায় প্রতি বছরই আকস্মিক বন্যা হয়। এই হাওরে ৮০-৯০টি ছোট, বড় ও মাঝারি বিল রয়েছে। শীতকালে এসব বিলকে ঘিরে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে মুখর হয়ে উঠে গোটা এলাকা। অতিথি পাখি দেখতে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস হচ্ছে হাকালুকি হাওর ভ্রমণের আদর্শ সময়। এ সময় হাওরের চারপাশ অতিথি পাখির কোলাহলে মুখর হয়ে থাকে।

হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ হলো জুরী এবং পানাই নদী। এই জলরাশি হাওরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কুশিয়ারা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে হাওর সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে বিশাল রূপ ধারন করে। হাকালুকি হাওরে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য সম্পদ রয়েছে। হাওরের বিলগুলি অনেক প্রজাতির দেশীয় মাছের প্রাকৃতিক আবাস। বর্ষাকালে হাওর এলাকায় পলিমাটি পড়ায় বিলগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাই এ হাওর থেকে পলিমাটি সরিয়ে সেখানে মাছের আধার করা যেতে পারে।

কাপ্তাই লেক

১৯৫৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আমেরিকার অর্থায়নে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে ফলে রাঙামাটি জেলার ৫৪ হাজার একর কৃষি জমি প্লাবিত হয়ে এই কাপ্তাই লেকের সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে প্রকৃতির অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেক। আর কাপ্তাই উপজেলা অনন্য পাহাড়, লেকের অথৈ জলরাশি এবং চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহে। ১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এই কৃত্রিম হ্রদ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আয়তনে সর্ববৃহৎ।

এখানে চোখে পড়ে ছোট বড় পাহাড়, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা, ঝর্ণা আর জলের সাথে সবুজের মিতালী। একদিকে যেমন পাহাড়ে রয়েছে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্ভার তেমনি লেকের অথৈ জলে রয়েছে বহু প্রজাতির মাছ ও অফুরন্ত জীববৈচিত্র্য। লেকের চারপাশের পরিবেশ, ছোট ছোট দ্বীপ, নানাবিধ পাখি এবং জল কেন্দ্রিক মানুষের জীবনযাত্রা আপনাকে মুগ্ধ করে রাখবে প্রতি মূহুর্ত। কৃত্রিম হলেও প্রকৃতি তার সমস্ত রূপে উজাড় করে সাজিয়েছে কাপ্তাই হ্রদকে। সারাবছরই কাপ্তাই লেক ভ্রমণের জন্য যাওয়া যায়। এক এক সময় কাপ্তাই লেক এক এক রূপ প্রকাশ করে।

বর্ণি বাঁওড়

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতি সম্পদে ভরপুর বৈচিত্রময় বর্নি বাওড়ের অপরূপ সৌন্দর্য মন্ডিত এই দৃশ্যটি বর্নি ইউনিয়নের বর্নি-বাশুড়িয়া ব্রীজের উপর থেকে নেয়া হয়েছে। বর্নি বাওড়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের যে কোন স্থান হতে বাস যোগে ঘোনাপাড়া মোড় নামতে হবে। এখান থেকে মাত্র ১০টাকা ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে বাস, ইজিবাইক, মাহেন্দ্র, পেম্পু যোগে সিঙ্গিপাড়া বাজার। এখান থেকে ১০ টাকা ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে মাহেন্দ্র, টেম্পু, ইজিবাইক, ভ্যান যোগে বর্নি বাঁওড় ।

টাঙ্গুয়ার হাওর

টাংগুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তম জলমহালগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা এবং তাহিরপুর উপজেলাস্থিত জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ মিঠা পানির এ হাওর বাংলাদেশের ২য় রামসার এলাকা। ভারতের মেঘালয়ের খাসিয়া, জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে সারি সারি হিজল-করচ শোভিত, পাখিদের কলকাকলি মুখরিত টাংগুয়ার হাওর মাছ, পাখি এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম। বর্তমানে মোট জলমহাল সংখ্যা ৫১টি এবং মোট আয়তন ৬,৯১২.২০ একর। তবে নলখাগড়া বন, হিজল করচ বনসহ বর্ষাকালে সমগ্র হাওরটির আয়তন দাড়ায় প্রায় ২০.০০০ একর। টাংগুয়ার হাওর প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ। এ হাওর শুধু একটি জলমহাল বা মাছ প্রতিপালন, সংরক্ষণ ও আহরণেরই স্থান নয়। এটি একটি মাদার ফিশারী। হিজল করচের দৃষ্টি নন্দন সারি এ হাওরকে করেছে মোহনীয়। এ ছাড়াও নলখাগড়া, দুধিলতা, নীল শাপলা, পানিফল, শোলা, হেলঞ্চা, শতমূলি, শীতলপাটি, স্বর্ণলতা, বনতুলসী ইত্যাদি সহ দু'শ প্রজাতিরও বেশী গাছগাছালী রয়েছে এ প্রতিবেশ অঞ্চলে। জেলা প্রশাসনের কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বর্তমানে এ হাওরে রয়েছে ছোট বড় ১৪১ প্রজাতির মাছ ২০৮ প্রজাতির পাখি, ১ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ৩৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬ প্রজাতির কচ্ছপ, ৭ প্রজাতির গিরগিটি এবং ২১ প্রজাতির সাপ। নলখাগড়া বন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। শীত মৌসুমে অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে ব্যাপক পাখির আগমন ও অবস্থানে মুখরিত হয় টাঙ্গুয়ার হাওর। বিলুপ্ত প্রায় প্যালাসেস ঈগল, বৃহদাকার গ্রে-কিংষ্টর্ক, শকুন এবং বিপুল সংখ্যক অতিথি পাখি ছিল টাঙ্গুয়ার হাওরের অবিস্মরণীয় দৃশ্য। স্থানীয় জাতের পাখি পানকৌড়ি, কালেম, বৈদর, ডাহুক নানা প্রকার বালিহাঁস, গাংচিল, বক, সারস প্রভৃতির সমাহারও বিস্ময়কর। সাধারণ হিসাবে বিগত শীত মৌসুমের প্রতিটিতে ২০/২৫ লক্ষ পাখি টাঙ্গুয়ার হাওরে ছিল বলে অনুমান করা হয়। কোন কোন স্থানে কিলোমিটারের বেশী এলাকা জুড়ে শুধু পাখিদের ভেসে থাকতে দেখা যায়। টাঙ্গুয়ার হাওর মাছ-পাখী এবং উদ্ভিদের পরস্পর নির্ভরশীল এক অনন্য ইকোসিস্টেম। মাছের অভয়াশ্রম হিসাবে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

প্রায় ৩০টি ঝরনা এসে সরাসরি মিশেছে ভারতের মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই টাঙ্গুয়ার হাওরে। সারিসারি হিজল-করচশোভিত, পাখিদের কলকাকলি সদা মুখরিত টাংগুয়ার হাওর। এটি মাছ, পাখি এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম। প্রায় ১৪০ প্রজাতির মাছ, ১২ প্রজাতির ব্যাঙ এবং ১৫০ প্রজাতির বেশি সরীসৃপের সমন্বয়ে জীববৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। শীতকালে এই হাওরে প্রায় ২৫০ প্রজাতির অতিথি পাখির বিচরণ ঘটে। জীববৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের কারণে টাঙ্গুয়ার হাওরের সুনাম শুধু সুনামগঞ্জ বা বাংলাদেশে নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ মিঠা পানির এ হাওরকে ২০০০ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

নিকলী হাওর

আমাদের এই কর্মমুখী জীবন সবাইকে কেমন যেন নিরানন্দ করে ফেলেছে। কাজের চাপে আমাদের জীবনের আনন্দটা কেমন যেন হারিয়ে ফেলেছি। অনেক সময় সাপ্তাহিক কিংবা অল্প সময়ের জন্য ছুটি পেলেও সময় স্বল্পতার কারণে দূরে অনেক জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি একটু খোঁজ নিই তাহলে আমরা দেখতে পারি ঢাকা কিংবা ঢাকা থেকে কিছু পার্শ্ববর্তী জেলায় এমন কিছু সুন্দর জায়গা আছে যেখানে গেলে আপনি অনায়াসেই গ্রামীণ পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে নিজের গ্লানি থেকে নিমিষেই মুক্তি পেতে পারেন। তেমনি একটি জায়গা হচ্ছে ঢাকা থেকে কিছু দূরে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলায় অবস্থিত নিকলী হাওর। নিকলী ছাড়াও মিঠামইন, অষ্টগ্রাম এবং ইটনা উপজেলায় সহ বিস্তৃত এই বিশাল জলরাশি। ঢাকা থেকে কাছে হবার কারণে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক পর্যটক এখানে আসছেন এবং প্রতিনিয়ত তারা এর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হচ্ছেন। দিগন্ত বিস্তৃত হাওরের জলরাশি প্রথম দেখার পর যে কেউ এর প্রেমে পড়ে যাবে। দূর থেকে আরো যত দূরে চোখ যাবে, স্নিগ্ধ গ্রামের মতোই শান্ত অথৈ পানি প্রাণ জুড়িয়ে দেবে। জলের সীমানা শেষ হতেই যেন বিস্তৃত আকাশ। তারই মাঝখানে কিছু ঘরবাড়ি। নৌকার চালকদেরই বসবাস এখানে। মাছ ধরার সঙ্গেও জড়িত এ অঞ্চল।

অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে তরতাজা মাছে পরিপূর্ণ এই নিকলী হাওরটি। সারাদিনের ব্যস্ত সময় কাটে সেখানকার জেলেদের। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এর সাথে, বড় ছোট বাহারী ধরনের মাছের সাথী যেন তাদের জীবনকাল বহমান। কিশোরগঞ্জের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সৌন্দর্যে ভরপুর পুরো দেশের কাছে বিখ্যাত জায়গাটি নিকলী হাওর। মাঝিদের জলাবনে অথৈ জলে মাছ ধরার দৃশ্য দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইবেন ঐ প্রকৃতির মাঝে। হাওর-বাঁওড়, নদী, সমতল, উপত্যকার বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক প্রকৃতির বিস্তীর্ণ জেলা কিশোরগঞ্জের রূপ উপভোগ দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা এখানে ঘুরতে আসেন। নিকলী হাওর, অষ্টগ্রাম, ইটনা হাওরের পাশাপাশি এখানকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য হাওর হল মিঠমইন হাওর যা মিঠামইন উপজেলায় অবস্থিত।

হাওর উন্নয়নে করণীয়

১। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

৭টি হাওর জেলার ৩৭৩টি হাওর ৩৭টি উপজেলা সদরকে সংযুক্ত করে ১০০ কিলোমিটার ফ্লাই ওভার নির্মাণ করলে জনমানুষের গতিশীলতা যেমন বাড়বে অপরদিকে পর্যটনের বিরাট সম্ভাবনার দুয়ারও খুলে যবে। অল ওয়েদার সড়ক যেটা বানানো হয়েছে তাতে করে পানি প্রবাহ কিংবা সেডিমেন্ট ও জলজ প্রাণীর চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। ধরে নেয়া যায় আগামীতে এখানকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বদলে যাবে- যেমনটা ঘটেছে চলন বিল এলাকায় বৃটিশ আমলে যে রেল লাইন তৈরি করা হযেছে তাতে চলন বিল এর গতি প্রকৃতি বদলে গেছে।

২। হাওরের তলদেশ রক্ষণাবেক্ষন

উজান থেকে ১৩ দেশের সম আয়তনের পানি নেমে আসে সাথে নিয়ে আসে সেডিমেন্ট। বছরে এক বিলিয়ন টন সেডিমেন্ট আসায় হাওর ও নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে।এই জলাধারগুলির প্রধান কাজ হলো এলাকার মরুকরণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করা। একটা নির্দিষ্ট পরিমান মাটি কেটে হাওরের নাব্যতা সারা বছরের জন্য বাড়ানো যায়। মাটি বিক্রি করলে ভূমি মন্ত্রণালয় তথা সরকার উপকৃত হবে আর মাটি বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে। সারা বছর মাছ চাষ করলে ৬-৭ গুন বেশী আয় হবে এবং জিডিপির আকার বাড়বে সাথে সাথে সমাজে মানি ফ্লো তৈরি হবে।

৩। মাছের যোগান বাড়ানো

৩৭৩ টি হাওরে ১০০ কোটি মাছ ছাড়া যায় আবার প্রাকৃতিক মাছগুলোকে বাইক্কা বিলের মতো সংরক্ষণ করা যায়। বাইক্কা বিলে ৩০ থেকে ৪০ কেজি ওজনের মাছ বর্তানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এতে যে পরিমান মাছ চাষ করা সম্ভব তাতে আমাদের মাছের উৎপাদন অনেকগুণ বেশী হবে। পুষ্টি চাহিদা মিটবে এবং মিঠা পনির মাছ রপ্তানিও করা যাবে। সেক্ষেত্রে দেশের জলাভূমি ও বিলগুলিকে এর আওতায় আনা যেতে পারে।

৪। বৃক্ষ রোপন: রাতার গুল মডেল

হাওর ও জলাশয়ে ১০০ কোটি করচ গাছ লাগনো যেতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে রাতার গুল পর্যটন এলাকার ন্যায় সকল হাওর রাতারগুল হতে পারে। একদিকে গাছের গোড়ায় মাছ আশ্রয় নিবে এবং অপরদিকে গাছের উপরে পাখী আশ্রয় নিতে পারবে। গাছগুলোর শিকড় বাঁধ কিংবা মাটি ক্ষয় হতে রক্ষা করে। কার্বন এমিশন ড্রামেটিক্যালী কমে আসবে।

৫। আমার গ্রাম হবে আমার শহর

জন্ম থেকে হাওরের মানুষ হাওরের পানি খায়, হাওরে গোসল করে আবার হাওরের পানিতে মলত্যাগ করে। হাওরের মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য হাওরের গ্রামগুলিকে প্রতিরক্ষা দেয়াল দিতে হবে। সুইডেন মডেলে গাছ লাগনো থাকবে বাগানের মতো, সোলার সিস্টেম থাকবে পুরো এলাকায়- লোকজন যেন আইটি সাপোর্ট পায়, ব্যবহার করতে পারে। সকলের জন্য স্যানিটেশনের সুব্যবস্থা থাকবে। সবার জন্য খাবার পানি সহজ লভ্য করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে চলাচলের জন্য হাঁটার পথ তৈরি করতে হবে। সাইলো গোডাউন তৈরি করা অতিব জরুরী। মাছ সংরক্ষণের জন্য কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ করা যেতে পারে।

৬। পর্যটন সম্ভাবনা তৈরি

আমাদের ১৭ কোটি মানুষ- সবাই কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতে চায় কিংবা অবসওে ভ্রমণে যেতে চায়। তাদের বেড়ানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এটা এখন আর সৌখিনতা নয়। সবাই তো কক্সবাজারে যেতে পারে না। হাওর ও জলাভূমিতে বেড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়। পরিবেশ বান্ধব বাথরুম, হোটেল ও রেস্তোরার সুব্যবস্থার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কমিউনিটি বেজড পর্যটন পরিচালনা করা যেতে পারে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ অথবা উপজেলা পরিষদ রক্ষণাবেক্ষণের দয়িত্ব পালন করতে পারে। এতে তাদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধিও পাশাপাশি সরকারেরও রাজস্ব বাড়বে।

৭। পরিবেশ উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিবেশ বিরাজ করছে তা মোটেই কাম্য নয়। বাতাসে কার্বনের মাত্রা বেশী, ধুলাবালি বেশী, শব্দদুষণ বেশী, বর্জ ব্যবস্থাপনা মারাত্মক দুর্বল। যা মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ভারত, চায়না ও নেপাল থেকে সেডিমেন্ট গড়িয়ে এসে আমাদের হাওর ও নদ-নদী ভরাট করে চলেছে। এজন্য সারাবছর নিয়মিত মাটি ড্রেজিং করে হাওর ও নদনদী নাব্য রাখা প্রয়োজন। উত্তোলিত মাটি দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। জলাভূমি এলাকায় কয়েক কোটি গাছ লাগালে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। পর্যটনকে সহনশীল করতে পারলে মানুষের মনোজাগতিক উন্নয়ন ও অর্থ আয় বাড়বে। মাছ ও পাখীর অভয়ারন্য তৈরী করলে পরিবেশকে আরও উন্নত করা সম্ভব।

৮। বিবিধ

মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ, হাস পালন প্রশিক্ষণ, সুটকী মাছ প্রস্তুতকরন, ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাইভিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এলাকা ভিত্তিক অন্যান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবকদেরকে বিদেশে প্রেরণ করা যেতে পারে। যদিও বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর হিসেবে পথচলা বেশীদিনের নয় তবুও এই অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়োগবিধি প্রণয়ন, নিয়োগের কার্যক্রম আরম্ভ থেকে স্টাডি প্রকল্প এবং পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মত হাওর জনবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে শহুরে সুবিধাবঞ্চিত হাওর এলাকার অবহেলিত মানুষের জন্য মোটাদাগে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারিসহ সকলের একযোগে কাজ করা অত্যাবশ্যকীয়।

দিনাজপুরের আশুরার বিল,নাটোরের চলন বিল, যশোরের ভবদহ বিল, টুংগীপাড়ার বর্ণি বাওড়, মুন্সিগঞ্জের আরিয়াল বিল, পার্বত্য এলাকার কাপ্তাই লেক, বগা লেক চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকা বিশেষ করে সীতাকুন্ড এলাকায় ও একই ধরনের প্রকল্প নেয়া যায়। সুন্দরবন এলাকা ইতোমধ্যেই বিশ্ববাসীর মন কেড়েছে। জলাভূমি গুলো কোনটা কোনটার চেয়ে সুন্দর আর সম্পদশালী তা বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে থাকতে হয়।

চারদিকে বিস্তীর্ণ জলরাশির এক নয়নাভিরাম সৌন্দর্য হলো হাওর। ঋতুভেদে হাওরের রূপ ও সৌন্দর্য বদলায়। হাওরে শুকনো মৌসুমে মাইলের পর মাইল ফসলি জমি, ধুলো ওড়া মেঠোপথ, রুপালি নদী থাকে। বর্ষায় হাওরের পানি ফুঁসে ওঠে। দুই তীর ছাপিয়ে প্লাবিত করে ফসলের মাঠ। হাওর তখন উত্তাল সাগরের রূপ ধারণ করে। বর্ষায় সাগর সদৃশ হাওরগুলোর মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলোকে তখন অনেকটাই দ্বীপ বলে প্রতীয়মান হয়।

হাওরের জীবন ও প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্যই দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশে ধান এবং মাছের চাহিদা পূরণে যুগে যুগে অবদান রেখে আসছে হাওর। এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক মাছের বিশাল ভান্ডার এবং ধান উৎপাদনের বিশাল ক্ষেত্র। দেশের মোট উৎপাদিত ধানের এক-পঞ্চমাংশ আসে এই হাওরাঞ্চল থেকে। স্বর্ণগর্ভা সোনালি ফসলের মাঠ ও রত্নগর্ভা জলমহালের এই হাওর মৎস্য চাষ আর কৃষিভিত্তিক প্রকল্প গড়ে তোলার অপার সম্ভাবনার দিগন্ত।

আমাদের দেশে সব রকম সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা গেলে হাওরকেন্দ্রিক পর্যটনে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হবে। হাওর-বাঁওড়ের হিজল, বেত, করচ, নলখাগড়া বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নানান প্রজাতির বনজ-জলজ প্রাণী আর হাওরপাড়ে বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার মতো খোরাক মিলবে পর্যটক ও দর্শনার্থীদের। এ দেশে জলাশয় বেশি থাকার কারণে প্রচুর শামুক, ঝিনুক উৎপন্ন হয়। যা প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। আমাদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও হাওরের রয়েছে অনন্য অবদান। হাসন রাজা, উকিল মুন্সী, বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমের হাত ধরে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে হাওরাঞ্চলের সংগীতভান্ডার। প্রাচীন আখড়া, মন্দির-মসজিদের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে হাওরের সুপ্রাচীন ও গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন। বর্ষাকালে পানিতে আবদ্ধ হাওরবাসীর বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে হাওর এলাকার পর্যটন এবং তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

অধিপ্তরের যাত্রা বেশীদিনের নয়, তবুও এ সীমিত সময়ে দেশের জলজ বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমীক্ষা প্রকল্পের তথ্য ও সুপারিশ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়াও জলজ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সমন্বিত টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও জলাভূমি কেন্দ্রিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সমীক্ষা প্রকল্পের পাশাপাশি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছওে সম্পাদিত কার্যাবলীর কতিপয় স্থিরচিত্র :

চিত্র-১: প্রস্তাবিত হাওর ভবনের ছবি

চিত্র-২: জনাব নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে ১৫.০৬.২০২৩ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষর ও এর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের ছবি

চিত্র-৩: জনাব নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে ১৫.০৬.২০২৩ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষর ছবি

চিত্র-৪: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে চলন বিল এলাকা পরিদর্শন।

চিত্র-৫: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা

চিত্র-৬: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে চলন বিল এলাকা পরিদর্শন।

চিত্র-৭: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা

চিত্র-৮: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে ৬৪টি জেলার ছোটনদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন শীর্ষক প্রকল্পের উপর জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠান

চিত্র-৯: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

চিত্র-১০: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে হাকালুকি হাওর এলাকা পরিদর্শন।

চিত্র-১১: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে আশুরার বিল এলাকা পরিদর্শন।

চিত্র-১২: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে আড়িয়াল বিল এলাকা পরিদর্শন।

চিত্র-১৩: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে ইনোভেশন উদ্যোগের অংশ হিসেবে মাতার বাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনের ছবি।

চিত্র-১৪: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শন।

চিত্র-১৫: জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদফতর এবং আমরা নারীর যৌথ উদ্যোগে, হাওর ও জলাভূমির ২ যুগ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং আমাদের হাওর অঞ্চলের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।